দৈনিক জনকণ্ঠ

26 JUN 2003
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

গ্রেস দিয়েও ডিগ্রীতে ফেল ৭৬ ভাগ

❑ ইংরেজীতেই গ্রেস দেয়া হয়েছে ৬ নম্বর ❑ ৪৩ কলেজে কেউ পাস করেনি ❑ পরীক্ষা দেয়নি ৩২ হাজার পরীক্ষার্থী ❑ মেয়েদের পাসের হার বেশি ❑ রাজধানীর চেয়ে মফস্বলের কলেজের ফল ভাল

শরিফুজ্জামান পিন্টু

ইংরেজীতে ছয় নম্বর কমন গ্রেস এবং অন্যান্য বিষয়ে পাসের ক্ষেত্রে এক নম্বরের অভাব থাকলে তা দিয়েও ডিগ্রী পরীক্ষায় পাসের গড় হার দাঁড়িয়েছে শতকরা ২৪ দশমিক ৭৭ ভাগ। গত বছরের তুলনায় পাসের এই হার শতকরা প্রায় ১০ ভাগ কম। ডিগ্রী পরীক্ষায় ৩২ হাজার পরীক্ষার্থী ফরম পূরণ করেও পরীক্ষা দেয়নি। বাকি ১ লাখ ৮১ হাজার পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিলেও এদের মধ্যে ফেল করেছে ১ লাখ ৩৬ হাজার ২৫১ জন। শতকরা ৭৫ দশমিক ২৩ ভাগ পরীক্ষার্থী ফেল করাকে শিক্ষকরা বলছেন ফল বিপর্যয়। এদিকে দেশের ১০৫০টি ডিগ্রী কলেজের মধ্যে ৪৩ কলেজ থেকে কোন পরীক্ষার্থীই পাস করতে পারেনি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজাল্টশীটে এসব কলেজ 'নেই কলেজ' নামে খ্যাত। ডিগ্রী পরীক্ষার এই ফল দেশে গ্রাজুয়েট শিক্ষার চরম দৈন্যদশা প্রকাশ করেছে। তবে একটি মাত্র শুভ লক্ষণ হচ্ছে পুরুষের তুলনায় মেয়েদের পাসের গড় হার বেশি। আর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে রাজধানীর চেয়ে মফস্বলের ডিগ্রী কলেজগুলোর ফল তুলনামূলক ভাল।

ডিগ্রী পরীক্ষার ফল বিপর্যয়ের জন্য নকলের সুযোগ কমে আসা, আসন বিনিময় কার্যকর করা, এইচএসসি পাসের পর অনার্স পড়ার দিকে মেধাবী ও মধ্যম মানের ছাত্রদের ঝোঁক, বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীর ইংরেজীতে দুর্বলতা এবং ডিগ্রী লেভেলে পর্যাপ্ত লেখাপড়া না হওয়াকে দায়ী করা হচ্ছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর আব্দুল হামিদ বলেছেন, ভাল ছাত্ররা এখন সাধারণত ডিগ্রী পড়তে আসে না। তাদের সবার ঝোঁক অনার্স পড়ার দিকে। তিনি বলেন, আসন বিনিময় ও নকলের প্রকোপ কমে আসায় পড়াশোনা না করে আসা পরীক্ষার্থীরা বিপাকে পড়ে।

(৩. পৃষ্ঠা ৩-এর ৩য় কলাম)

গ্রেস দিয়েও ডিগ্রীতে (প্রথম পাতার পর)

বুধবার দেশজুড়ে একযোগে বিএ, বিএসএস, বিএসসি, বিকম, বি মিউজ এবং সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এসব পরীক্ষায় অংশ নেবার জন্য ২ লাখ ১৩ হাজার ১৮৪ ছাত্রছাত্রী ফরম পূরণ করলেও শেষ পর্যন্ত পরীক্ষায় অংশ নেয় ১ লাখ ৮১ হাজার ১১৩ ছাত্রছাত্রী। এদের মধ্যে পাস করেছে ৪৪ হাজার ৮৬২ জন এবং পাসের গড় হার শতকরা ২৪ দশমিক ৭৭ ভাগ। ২০০২ সালে প্রকাশিত ডিগ্রী পরীক্ষার ফলে পাসের গড় হার ছিল ৩৪ দশমিক ২৯ ভাগ। তখনও ইংরেজীতে ছয় নম্বর কমন গ্রেস দিয়ে পাসের হার শতকরা ২৩ থেকে ৩৪ দশমিক ২৯ ভাগে উন্নীত করা হয়েছিল। এর আগের বছর ২০০১ সালে প্রকাশিত ফলে পাসের হার ছিল ৩৩ দশমিক ৮ ভাগ এবং তখনও ৫ নম্বর কমন গ্রেস দেয়া হয়েছিল। আর চলতি বছর ইংরেজীতে ছয় নম্বর কমন গ্রেস দেবার পরও পাসের হার ২৪ দশমিক ৭৭ ভাগে উন্নীত হয়েছে। কেবল ইংরেজিতে গ্রেস নয়, অন্যান্য বিষয়ে পাস নম্বর পেতে এক কম থাকলে তাও দেয়া হয়েছে। এবার পুরুষ পরীক্ষার্থীদের পাসের হার ২৩ দশমিক ৫৯ ভাগ হলেও মহিলাদের পাসের হার ২৬ দশমিক ৯৩ ভাগ। এদিকে ডিগ্রী পরীক্ষার্থীর সংখ্যাও বছর বছর কমছে। ২০০২ সালে প্রকাশিত ফলে পরীক্ষার্থী ছিল ২ লাখ ৩৭ হাজার এবং চলতি বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৮১ হাজার। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় পরীক্ষার্থী ৫৬ হাজার কমেছে।

চলতি বছর বিএ পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৭৪ হাজার ১৬৭। এর মধ্যে পাস করেছে ১৮ হাজার ১৭১ এবং পাসের হার শতকরা ২৪ দশমিক ৫০ ভাগ। বিএসএস পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার ৫১৩, পাস করেছে ১৪ হাজার ৯০১ এবং পাসের হার ২৪ দশমিক ৬২ ভাগ। বিএসসি পরীক্ষায় ১৮ হাজার ১৭২ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩ হাজার ৪৬৮ পরীক্ষার্থী পাস করেছে এবং পাসের হার ১৯ দশমিক ৮ ভাগ। বিকম পরীক্ষায় ২৬ হাজার ৭০১ পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৭ হাজার ৬৮৩ জন এবং পাসের হার ২৮ দশমিক ৭৭ ভাগ। বি মিউজ পরীক্ষায় ২১ পরীক্ষার্থীর মধ্যে আটজন এবং সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষায় ১ হাজার ৫৩৯ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৬৩১ জন উত্তীর্ণ হয়েছে।

বিএ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ পেয়েছে ৩৬৫, দ্বিতীয় বিভাগ পেয়েছে ১১ হাজার ৭৩১ এবং তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে ৬ হাজার ৭৫ জন। বিএসএস পরীক্ষায় ৫২ জন প্রথম বিভাগ, ৮ হাজার ৩১৪ জন দ্বিতীয় বিভাগ এবং ৬ হাজার ৫৩৫ জন তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে। বিএসসি পরীক্ষায় ১৪৬ জন প্রথম বিভাগ, ২ হাজার ৫৪০ জন দ্বিতীয় বিভাগ এবং ৭৮২ জন তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে। বিকম পরীক্ষায় ২৫ জন প্রথম বিভাগ, ৩ হাজার ২০৩ জন দ্বিতীয় বিভাগ এবং ৪ হাজার ৪৪৫ জন তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে। এছাড়া বি মিউজ পরীক্ষায় একজন প্রথম বিভাগ এবং সাতজন দ্বিতীয় বিভাগ পেয়েছে।

সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম হয়েছে চট্টগ্রামের নাজিরহাট কলেজের বিএসসি পরীক্ষার্থী মোঃ সামসুদ্দীন। দ্বিতীয় হয়েছে নওগাঁ মোল্লা আজাদ মেমোরিয়াল কলেজের ছাত্র মোঃ মুমিনুল ইসলাম। তৃতীয় স্থান যৌথভাবে অর্জন করেছে খুলনা সরকারী বিএল কলেজের মোঃ শহীদুল ইসলাম এবং ঢাকার হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজের মোঃ আব্দুল কুদ্দুস। মানিকগঞ্জ সরকারী দেবেন্দ্র কলেজের ছাত্র মাকসুদুর রহমান মৃধা চতুর্থ, কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজের মোহাম্মদ মোস্তাক আহমেদ পঞ্চম, চট্টগ্রাম নাজিরহাট কলেজের মোঃ জামাল উদ্দীন এবং তেজগাঁও কলেজের জাহাঙ্গীর আলম যৌথভাবে ষষ্ঠ, পটুয়াখালী সরকারী কলেজের মোঃ শহীদুল ইসলাম সপ্তম, পটুয়াখালী সরকারী কলেজের মোঃ মোয়াজ্জেম হোসাইন অষ্টম, বরগুনা সরকারী কলেজের মোঃ মাসুম বিল্লাহ নবম এবং তেজগাঁও কলেজের জয়নাল আবেদীন দশম স্থান অধিকার করেছে।

এছাড়া সরকারী বিএল কলেজের আব্দুল হাই একাদশ, চট্টগ্রাম কলেজের মোহাম্মদ জুলফিকার দ্বাদশ, সাতক্ষীরা ডে-নাইট কলেজের নজিবুর রহমান ও সাতক্ষীরা সরকারী কলেজের মোঃ আব্দুর রাজ্জাক ত্রয়োদশ, সাতক্ষীরা সরকারী কলেজের মোঃ আল- [illegible] রামগঞ্জ সরকারী কলেজের আসমা সুলতানা পঞ্চদশ, পথরাজ কলেজের শামিম মণ্ডল ও পটুয়াখালী সরকারী কলেজের মোঃ শাহজালাল ষষ্ঠদশ, সরকারী বিএল কলেজের মোঃ আব্দুল গফুর ও বিডিআর কলেজের বুলবুলি আকতার সপ্তদশ, কাজী আজিমুদ্দিন কলেজের মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন ও মুরাপাড়া কলেজের মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন অষ্টাদশ, ফেনী সরকারী কলেজের মোঃ শহীদ উল্লাহ ও হাজীগঞ্জ কলেজের মোঃ ফারুক হোসাইন উনিশতম স্থান অধিকার করেছেন। মেধা তালিকার ২০তম স্থান অর্জন করেছে গুরুদাসপুর বিলচলন শহীদ শামসুজ্জোহা কলেজের মোঃ জাফর ইকবাল, কাজী আজিমুদ্দিন কলেজের হালিম মোল্লা, তেজগাঁও কলেজের আছিয়া খাতুন এবং ঢাকা উইমেন্স কলেজের শাহরিন জব্বার।